তারিখ ২/১০/২০০০
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

৩ হাজার বেসরকারি স্কুল কলেজ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে

এক, দুই বা দশজন পরীক্ষার্থী, তাও ফেল!

শ্যামল সরকার

খাতা-কলমে শত শত ছাত্র-ছাত্রী দেখিয়ে বেসরকারি পর্যায়ে যত্রতত্র স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। এ রকম ৩ সহস্রাধিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যাকের বেশি ছাত্রছাত্রী দেখিয়ে রেজিস্ট্রেশন পাওয়া এ ধরনের শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোর্ডের পরীক্ষার সময় ছাত্রছাত্রী খুঁজে পাওয়া যায় না। মাত্র এক বা দুজন পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে—এমন প্রতিষ্ঠানও আছে। তবে শিক্ষক সংখ্যা নিয়মানুযায়ী ১৫ থেকে ২০ জন ঠিকই পাওয়া যায়। ওই শিক্ষকরা নিয়মিত সরকারের বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য মন্ত্রীরাও সুপারিশ করেছেন!

তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায়, চলতি ২০০০ সালে দেশের ৮ হাজার ৭৩১টি বেসরকারি স্কুল থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে মাত্র এক থেকে ১০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেওয়া স্কুলের সংখ্যা ১২১টি। ১১ থেকে ৪৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেওয়া স্কুলের সংখ্যা ৯৮০টি। একজন, তিনজন, পাঁচজন, সাতজন করে পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে সবাই ফেল করেছে এমন স্কুলের সংখ্যা রয়েছে ৬২টি। যেমন গোপালগঞ্জ গার্লস হাইস্কুল থেকে দুজন পরীক্ষা দিয়ে দুজনই ফেল করেছে। কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর হাজেরা খাতুন হাইস্কুলের ৪৫ জন পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে ৪৪ জন। ঢাকার শহীদ স্মৃতি গার্লস হাইস্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল ১০ জন। ফেল করেছে সবাই। নারিন্দা আদর্শ গার্লস স্কুল থেকে ২২ জন পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে ২১ জন, টাঙ্গাইলের নাগরপুর বনগ্রাম শহীদ মেমোরিয়াল হাইস্কুলের তিন পরীক্ষার্থীর সবাই ফেল করেছে।

১ হাজার ১২৭টি কলেজ থেকে শিক্ষার্থীরা এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ৯৪টি কলেজের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল এক থেকে ১০ জন করে। ১৫১টি কলেজে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১১ থেকে ৪৯ জন করে। এক থেকে ১০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে সবাই ফেল করেছে এমন কলেজ

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫